দৈনিক ইত্তেফাক

16

তারিখ ...25 DEC 199.. ... ...
পৃষ্ঠা 7 কলাম ৩......

চলতি বছর শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র সংঘর্ষে

৯ জন নিহত ॥ আহত ৫ শত

আনোয়ার আলদীন ॥ দেশের শিক্ষাঙ্গনগুলিতে চলতি বছর ছাত্র সংঘর্ষে ৯ জন ছাত্র নিহত হইয়াছে। আহত হয় প্রায় ৫শত। এই সময়ে ৪৭টি রক্তক্ষয়ী ক্যাম্পাস সংঘর্ষে প্রায় দুই হাজার রাউন্ড গুলী বর্ষিত হইয়াছে। পুলিশ বিভিন্ন ক্যাম্পাস হইতে ৪ শতাধিক ছাত্র নেতা-কর্মীদের গ্রেফতার করে। অস্ত্র উদ্ধারে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলে পুলিশ ১৭ দফা তল্লাশী চালাইয়া ২৩টি আগ্নেয়াস্ত্র এবং ২১০ রাউন্ড গুলী উদ্ধার করে। প্রলংকারি বন্যা এবং সহিংসতার কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় দুই মাস অনির্ধারিত বন্ধ ছিল। আধিপত্যের লড়াই, আভ্যান্তরীন কোন্দলের কারণেই মূলত ক্যাম্পাসে সংঘর্ষ হইয়াছে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রীদের সম্ভ্রমহাণীর ঘটনা পরে ৫ জন ছাত্রকে বহিষ্কার, বুয়েটের ভিসিসহ ৭১ জন শিক্ষকের বিভিন্ন দায়িত্বশীল পদ হইতে পদত্যাগ, দীর্ঘদিন পর ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের

(২য় পৃষ্ঠায় ৬-এর কঃ দ্রঃ)

চলতি বছর শিক্ষাঙ্গনে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

নতুন কমিটি ঘোষণা। সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ সমাবর্তন অনুষ্ঠান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল হল হইতে ছাত্রদলের দখলদারিত্বের অবসান ডাকসু ভাঙ্গিয়া নয়া গঠনতন্ত্র প্রণয়ন, বন্যায় আক্রান্ত আর্তমানবতার সেবায় ছাত্র সমাজের ঝাঁপাইয়া পড়া, খালেদা জিয়ার উপস্থিতিতে ২১শে ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ছাত্রদলের উচ্ছৃংলতা এবং এসএসসি পরীক্ষার বাংলা ও ইংরেজী বিষয়ের প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ছিল আলোচিত-আলোড়িত।

চলতি বছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া গত ২২ ও ২৩শে এপ্রিল ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের বন্দুক যুদ্ধে তরুণ প্রতিভাবান সাংবাদিক গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের ছাত্র ছাত্রলীগ নেতা পার্থ প্রতীম আচার্য নিহত হন। পরে ক্যাম্পাসের সকল হলে ছাত্রলীগ পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। পুলিশ কবি জসিমউদ্দীন হলে তল্লাশী চালাইয়া ৩টি অস্ত্র ও ২০ রাউন্ড গুলী উদ্ধার করে। আটক করে ছাত্রদলের ৬৫ জনকে। ২৬শে এপ্রিল দলের সভাপতি এ্যানিসহ ৭৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়। ছাত্রদল ক্যাম্পাসে ৭ দিন ধর্মঘট পালন করে। ৬ই মে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র শিবির রাত্রে ৩টি হলে আক্রমণ চালাইলে ভর্তিচ্ছু ছাত্র আইয়ুব আলী নিহত হয়। ১৮ই মে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় হইতে শহরমুখী বাসে সন্ত্রাসীরা গুলী করিলে কাজী মুশফিক উস সালেহীন নামে এক ছাত্র মারা যায়। ১৪ই আগষ্ট চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্র সংঘর্ষে নিহত হয়। ছাত্র ইউনিয়নের কর্মী সঞ্জয় তলাপত্র। ২৬শে অক্টোবর চৌদ্দগ্রামের গুনবতী কলেজে ছাত্রলীগ ও শিবিরের সংঘর্ষে একজন ছাত্র নিহত হয়। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘট আহ্বানকে কেন্দ্র করিয়া ছাত্রলীগ ছাত্র শিবিরের মধ্যে ভয়াবহ সংঘর্ষে ৩০শে অক্টোবর ২ জন ছাত্র মুহসীন ও মামুন নিহত হয়। গত ৩০শে নভেম্বর ঢাকা কলেজে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের কোন্দলে নিহত হয় ডাবলু নামে এক ছাত্র। ইহাছাড়া এ বছরের শুরুতে ফেব্রুয়ারীর ৮ তারিখ ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসায় ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষে ইব্রাহীম নামে এক ছাত্র নিহত হয়। পুলিশ গত ৩রা মে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬টি হলে একটানা ৬ ঘন্টা তল্লাশী চালাইয়া ৮টি অস্ত্র ও গুলী উদ্ধার করে। গ্রেফতার করে ৮ সন্ত্রাসীকে।

ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ধর্মঘটের কারণে ২১ দিন ক্লাস হয় নাই।